ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রমঃ

সরকার গৃহীত এসএমই নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা

সরকার কর্তৃক গৃহীত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উন্নয়ন নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সার্বিক কার্যক্রম ও কর্মকৌশল করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। নীতিকৌশলে উল্লেখিত মৌলিক বিষয়াদি যেমনঃ রাজস্ব ও আর্থিক বিষয়াদির উপর পরামর্শ, এসএমই পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন, টেকনোপ্রিনরশীপ উন্নয়ন, এসএমই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রযুক্তি বিনিময় কর্মসূচিতে সহায়তা, ভার্চুয়াল এসএমই ফ্রন্ট অফিস প্রতিষ্ঠাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

পলিসি এ্যাডভোকেসী এবং গবেষণা

দেশে টেকসই এসএমই উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএমই খাতে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণের জন্য সরকারকে সুনির্দিষ্ট গবেষণালব্ধ প্রস্তাবনা পেশ করার মাধ্যমে এসএমই ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পলিসি এডভোকেসী এবং গবেষণা কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এসএমই বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। বর্তমানে দেশে বিদ্যমান রেগুলেটরী প্রতিবন্ধকতাসমূহ এসএমই সেক্টরের উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে এসএমই সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়নে ফাউন্ডেশন হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্তসহ সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করে থাকে। এই ফাউন্ডেশন এসএমই উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য গবেষণা এবং কেইস স্টাডি পরিচালনা করে থাকে।

ক্রেডিট এন্ড ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভাবনাময় এসএমই সেক্টর/ক্লাষ্টার/ক্লায়েন্টেল গ্রুপের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ৯% সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ব্যাংকারদের মধ্যে এসএমই ঋণের বিষয়ে সচেতনতা ও অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি এবং ব্যাংকার-উদ্যোক্তার দূরত্ব হ্রাসকল্পে বিভিন্ন জেলা শহরে নিয়মিতভাবে 'এসএমই ফাইনান্সিং ফেয়ার', 'এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্মেলন', 'ব্যাংকার উদ্যোক্তা ম্যাচ-মেকিং' ইত্যাদি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও দক্ষতা উন্নয়ন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা ফাউন্ডেশনের একটি অন্যতম কার্যক্রম। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট অথবা এসএমই সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। ফাউন্ডেশন যেসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করে সেগুলো হলো- উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এসএমই ক্লাস্টার ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, টেকনোলজি বেইজড এবং আইসিটি বেইজড প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT), উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাজার ব্যবস্থাপনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এছাড়াও, এ কার্যক্রমের আওতায় এসএমই ট্রেডবডিজ/এসোসিয়েশনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে।

প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহার

এসএমইদের সক্ষমতা উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রোডাক্ট কমপ্লায়েন্স ও সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে এই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও ফাউন্ডেশন এসএমইদের গ্রীন টেকনোলজি এবং এনার্জির দক্ষ ব্যবহারের উপর নানামুখী কাজ করে আসছে।

একসেস টু ইনফরমেশন

এসএমই ফাউন্ডেশন এর নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল www.smef.org.bd এর মাধ্যমে এসএমই এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করে থাকে। এই সেক্টরের প্রসারের লক্ষ্যে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত, টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ক একটি তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠার কাজ এসএমই ফাউন্ডেশন নিয়মিত করে যাচ্ছে।

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন

উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভূক্তি এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ। এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলোঃ উইম্যান চেম্বার/ট্রেডবডিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকার উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক ষ্টাডি পরিচালনা, নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজন, জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রতিযোগিতা আয়োজন, নারী উদ্যোক্তা পণ্য মেলা আয়োজন প্রভৃতি।

বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিস

এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসা সহায়ক বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে। যেমনঃ- এসএমই পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সম্প্রসারণ; ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন; এ্যাডভাইজারী সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও পরিচালনার বিষয়ে দিক নির্দেশনা, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা প্রদান; ব্যবসায়িক তথ্যাবলীর সহায়িকা/ম্যানুয়াল প্রকাশ ও বিতরণ, এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন প্রভৃতি।

পণ্যের মান ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশনে সহায়তা

প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে পণ্যের মান পর্যায়ক্রমে বিশ্বমানে উন্নীতকরণে সহায়তা, আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড (যেমন- ISO 22000, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, etc.) ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (KAIZEN) বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত ডিজাইন ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

কাইজেন বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসএমই'দের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

Productivity Enhancement of SMEs through Implementation of KAIZEN

改善

"KAI" CHANGE

"ZEN" GOOD

SME FOUNDATION

এসএমই ফাউন্ডেশন

রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ফোনঃ +৮৮ ০২ ৮১৪২৯৮৩, ০৯৬৬৯৩০০০১-২ ফ্যাক্স +৮৮ ০২ ৮১৪২৪৬৭

www.smef.org.bd

কাইজেন (KAIZEN) কি?

কাইজেন দুটি জাপানী শব্দ 改(KAI অর্থাৎ 'পরিবর্তন') এবং 善(ZEN অর্থাৎ 'ভালো') থেকে এসেছে, যার অর্থ "ভালোর জন্য পরিবর্তন"। এটি এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলন যা উৎপাদন কৌশল এবং ব্যবসা ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রমের ধারাবাহিক উন্নয়নের উপর আলোকপাত করে থাকে।

কাইজেন একটি নৈমিত্তিক প্রক্রিয়া যার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করাই নয় বরং সঠিকভাবে পালন করা গেলে তা কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের কাজ পরিহার এবং কর্মীদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা অপ্রয়োজনীয় কাজ ও ব্যয় চিহ্নিত ও বর্জন করার শিক্ষা প্রদান করে থাকে।

এরই ফলস্বরূপ উন্নত বিশ্বের সব দেশে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশাসন সহ অনেক খাতেই কাইজেন পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। তাই বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে বিশেষত SME শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোতে এই নীতি প্রবর্তন ও সঠিক অনুসরণ করলে তা ভালো পরিবর্তন বয়ে আনবে।

কাইজেন (KAIZEN) কিভাবে কাজ করে?

কাইজেন মূলত মানুষের মাঝে আচরণগত কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায় ও বিজ্ঞানসম্মত কৌশলের শিক্ষা দেয়। এর ফলে ধারাবাহিক উন্নতি নিশ্চিত হয় যা কোন প্রতিষ্ঠানকে তার লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। এই সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবস্থাপনার কতগুলো বিশেষ কৌশল এবং কয়েকটি মূলনীতির সমন্বয়ে কাজ করে। তন্মধ্যেঃ

- প্রথাগত যে কর্মকান্ডে আমরা অভ্যস্থ তা সঠিক নাও হতে পারে।
- কাজটি করা যাবেনা এমন মনোভাব না দেখিয়ে কি ভাবে সমাধান করা যায় তা ভাবা উচিত।
- শুধু নিজের মতামত নয় সকলের পরামর্শে সমস্যার সমাধান করা উত্তম।
- যা কিছু ভুল তা এখনই সংশোধন করা ভালো।
- নিখুত না হলেও ৬০% সম্পাদন প্রাথমিকভাবে গ্রহণযোগ্য।
- সমস্যায় না পড়লে সমাধানের উপায় বের হয় না।
- সমস্যার সঠিক কারণ অনুসন্ধানে ৫ বার "কেন" এই প্রশ্নটি ও পরে "কিভাবে" তার উত্তর খোঁজা উচিত।
- তুলনামূলক ভাবে যা ভালো তাই করা শ্রেয়।
- চেষ্টা না করে কাজ সম্পর্কে অভিযোগ বা বিরূপ মন্তব্য করা ঠিক নয়।
- বড় নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাবাহিক উন্নতিই দীর্ঘস্থায়ী সাফল্যের উৎকৃষ্ট পন্থা।

এই নীতিগুলো মেনে চলা ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দ্বারা সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের জন্য কিছু বিজ্ঞানসম্মত কৌশল অবলম্বন করে ধারাবাহিক উন্নতি নিশ্চিত করা হয়। এই চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া PDCA (P-Plan, D-Do, C-Check, A-Act) চক্র অনুযায়ী কাজ করে।

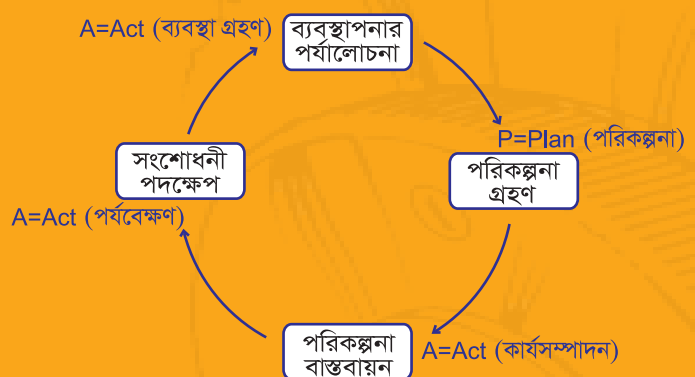

চিত্রঃ ধারাবাহিক উন্নয়ন পদ্ধতি

মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাইজেন (KAIZEN) বাস্তবায়নের সুফলসমূহঃ

কাইজেন প্রক্রিয়া অনুসরণের দ্বারা নিম্নোক্ত সুফলগুলো ভোগ করা যায়-

- দলগত কাজের মাধ্যমে সুচারুরূপে কর্ম সম্পাদিত হয়।
- প্রক্রিয়ানির্ভর হওয়ায় প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াতেও পরিবর্তন আনে।
- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- ভুল হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।
- প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে।
- প্রতিষ্ঠানে কর্ম উপযোগী পরিবেশ থাকায় নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।

কাদের সমন্বয়ে এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হয়?

NPO (National Productivity Organization), APO (Asian Productivity Organization), BUET ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সার্টিফিকেশন প্রতিষ্ঠানের সদস্যসহ সকল সেক্টরের KAIZEN-বিষয়ক অভিজ্ঞ এবং দেশ-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষকদের সহায়তায় এসএমই ফাউন্ডেশন এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করে।

কাদের অংশগ্রহণে এই কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হয়?

দেশের প্লাষ্টিক, চামড়া, হালকা প্রকৌশল, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসহ অন্যান্য সকল সেক্টরের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাগণ এই কর্মসুচিটিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

ফাউন্ডেশন কর্তৃক কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপসমূহ

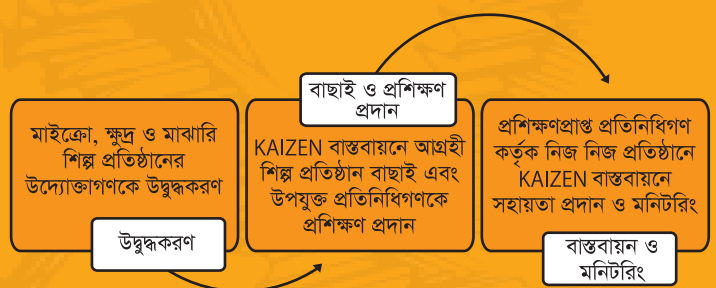

কর্মসূচির প্রাথমিক ধাপে দেশের অগ্রাধিকার শিল্প খাতসমূহের সকল মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এই কার্যক্রমের সুফল সম্পর্কে অবহিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কার্যক্রমটি আয়োজনের বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে পত্রিকা/ওয়েবে বিজ্ঞাপন, চিঠি, ইমেইল ও সরাসরি ফোনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন ও উদ্যোক্তাদের জানানো হয়। পরবর্তীতে, KAIZEN বাস্তবায়নে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান বাছাই করে উপযুক্ত প্রতিনিধিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ বাবদ নাম মাত্র ফি গ্রহণ করা হয় যা সংশ্লিষ্ট মোট ব্যয়ের তুলনায় সামান্য। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তা/প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে KAIZEN বাস্তবায়ন করেন এক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের অভিজ্ঞ এক্সপার্টগণ প্রয়োজনীয় তদারকি ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ

প্রোগ্রাম ম্যানেজার (টেকনোলজি)

এসএমই ফাউন্ডেশন

রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ফোন: +৮৮ ০২ ৮১৪২৯৮৩, ০৯৬৬৯৩০০০১-২, এক্স-১৩১, ১২৯

ইমেইল: info@smef.org.bd ওয়েবসাইট: www.smef.org.bd